চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

এবং

সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০১৭– ৩০ জুন, ২০১৮

সূচিপত্র

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

উপক্রমণিকা

সেকশন১: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission),কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

সেকশন ২ : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

সেকশন৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য,অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

সংযোজনী১ : শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

সংযোজনী২ : কর্মসম্পাদনসূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি

সংযোজনী৩ : কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

•সাম্প্রতিক বছরসমূহের প্রধান অর্জনসমূহ:

২০০৯ সালের শুরুতেই বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ছিল ৫,৪৫৩ মেগাওয়াট যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫,০০০ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে (ক্যাপটিভ সহ)। এসময়ে মোট জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধায় উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিদ্যুৎ খাতের অবস্থানসুস্পষ্ট। এ সমস্ত কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যুৎ খাতে ২০১৫- ১৬ অর্থ বছরে উৎপাদিত নেট বিদ্যুৎ ৫২,১৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা এবং এর বিপরীতে বিউবোর নিজস্ব ও বেসরকারি খাতে মোট নেট ৪০,৬১৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল। বিদ্যুৎ খাতের এ উন্নয়নের জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নে বিউবো'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে সরকারি খাতে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ৫৩% এবং বেসরকারি খাতে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ৪৭% ।

বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি বিতরণ খাতে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ২০১৫- ২০১৬ অর্থ বছর পর্যমত নির্মিত বিতরণ লাইনের পরিমাণ ২৯৬৪৭ সার্কিট কিলোমিটার এবং উপকেন্দ্রসমূহের ক্ষমতা প্রায় ৩১৫০ এমভিএ- তে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদের মধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে বিতরণ অবকাঠামোর উন্নয়ন, নির্মাণ ও সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তাছাড়া বিউবো'র বিতরণ সিস্টেম লস একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য বিউবো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিউবো'র বিতরণ লস ২০১৩- ১৪ অর্থ বছরে ছিল ১১.৮৯% , ২০১৪- ১৫ অর্থ বছরে ১১.১৭% এবং ২০১৫- ২০১৬ অর্থ বছরে ১১.০১% যাহা বর্তমান অর্থ বছরে হ্রাস পেয়ে ১০.০০% এর নিচেই থাকবে। বিউবো'র সিস্টেম লস সিঙ্গেল ডিজিটে অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।বর্তমানে বিভিন্ন প্রজেক্টের অধীনে বিউবো কর্তৃক এ যাবৎ সর্বমোট প্রি- পেমেনট মিটার স্থাপনের সংখ্যা ১,৪৩,২৯৬ টি। এছাড়া সরকারী অর্থায়নে ১,৩৯,০০০ টি এবং বিউবো'র নিজস্ব অর্থায়নে ৯,৬৩,০০০ টি প্রি- পেইড মিটার স্থাপনের কাজ চলমান।

অর্পিত দায়িত্ব পালনে বোর্ডের চ্যালেঞ্জসমূহঃ

বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের

১৯৭৭ সালে পলী বিদ্যুতায়ন বোর্ড গঠনের পূর্ব পর্যমত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) একক সংস্থা হিসেবে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডেসা, পিজিসিবি, ডেসকো, ওজোপাডিকো, এপিএসসিএল, ইজিসিবিও নওজোপাডিকো গঠিত হয়েছে। সংস্কার কার্যক্রম ভবিষ্যতে আরো বিতরণ ও উৎপাদন কোম্পানি গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। গঠিত কোম্পানিসমূহ একক সংস্থা হিসেবে উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্য না রেখে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। এছাড়াও বরাদ্দকৃত লোডের অতিরিক্ত লোড নেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। ফলে সিস্টেম পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে এবং সরকার/বিউবো'র ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। বিউবো সিঙ্গেল বায়ার হিসেবে বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি, বেসরকারী খাতের আইপিপি ও রেন্টাল কোম্পানি থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করছে। সে সাথে বিউবো বিতরণ কোম্পানিসমূহের কাছে বিদ্যুৎ বিক্রি করছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প অর্থায়ন

দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারী খাতে নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষন ও পুনর্বাসন এবং বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষনের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহে আগামী ২০২৫ সাল নাগাদ প্রায় ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের প্রয়োজন হবে। প্রকল্প সমূহের অর্থায়ন নিশ্চিত করা একটি অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। এ জন্য সরকারি এবং বেসরকারি বিনিয়োগ সমান জরুরি।

দক্ষ লোকবল সৃষ্টি

বর্তমানে সরকারের ভিশন এবং নির্বাচনী অঙ্গীকারকে সামনে রেখে জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান সহ পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং সে সাথে বিতরণ লাইন, ট্রান্সফরমার, উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ, আধুনিকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে যা ২০২৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিউবো'র অনুমোদিত সেট- আপ এবং উহার বিপরীতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির পরিসংখ্যান বিবেচনা করলে দেখা যায় বিউবো'র এ সেট- আপ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি করা হয়নি। বিউবো'র এ বিশাল কর্মকান্ড সীমিত সেট- আপের মাধ্যমেই পরিচালনা করা হচ্ছে। এমতাবস্থায়, বিউবো'র উৎপাদন ও বিতরণ কর্মকান্ড কাঙ্খিত পর্যায়ে নেয়ার লক্ষ্যে এবং গ্রাহকের সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনে এ সেট- আপ বৃদ্ধিও সেট- আপের বিপরীতে সরাসরি লোকবল নিয়োগ জরুরি হয়ে পড়েছে।